যুগান্তর

তারিখ 29 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণ

চট্টগ্রামে তালিকায় নাম দিতে টাকা আদায়ের অভিযোগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের জন্য চাওয়া তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে নিয়োজিত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ কেউ এ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। কেবল তালিকায় নাম দেয়ার কথা বলে বিভিন্ন স্কুল থেকে ৮-১০ হাজার টাকা করে নেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, তালিকায় প্রতিটি উপজেলা থেকে মাত্র পাঁচটি স্কুলের নাম দেয়ার সুযোগ থাকলেও ১৫-২০টি স্কুল থেকে এভাবে টাকা নেয়া হয়েছে। তবে তালিকাটি অত্যন্ত গোপনীয় হওয়ায় কেউ এই তালিকায় নাম দেয়া হয়েছে কি হয়নি তা জানতে পারছে না। এমপির ইচ্ছায় তালিকায় নাম উঠেছে।

চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসার হোসনে আরা বেগম জানান, উপজেলা থেকে জেলা অফিসে তালিকা পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর। সে অনুযায়ী চট্টগ্রামের ৮টি উপজেলার অধিকাংশ থেকে এই তালিকা জেলা অফিসে এসে পৌঁছেছে।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের জন্য ৪-৫টি শর্তযুক্ত নির্দেশনা জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে পাঠায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। নির্দেশনায় চট্টগ্রামের ৮টি উপজেলার মডেল বিদ্যালয়সহ ৫টি করে স্কুলের তালিকা দিতে বলা হয়।

জেলা শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, লোহাগাড়া, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও সাতকানিয়াসহ আট উপজেলার মডেল বিদ্যালয়সহ ৫টি করে স্কুলের তালিকা চাওয়া হয়। নির্দেশনায় এসব উপজেলা শিক্ষা অফিসার বাছাই করে শীর্ষস্থানীয় ৫টি বিদ্যালয়ের তালিকা জেলা শিক্ষা অফিসারকে দেয়ার ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

চট্টগ্রামে তালিকায় টাকা আদায়ের অভিযোগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কথা। ১৫ সেপ্টেম্বর পাঠানো এ নির্দেশনায় তালিকাটি ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়। তালিকায় নাম দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা হল— স্কুলটি উপজেলা সদরের নিকটবর্তী হতে হবে। পাসের হার বেশি হতে হবে। নিজস্ব জায়গা থাকতে হবে এবং কমপক্ষে ১০ লাখ টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতে হবে।

এদিকে চন্দনাইশ উপজেলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, উপজেলার অন্তত ১০টি স্কুল থেকে জাতীয়করণের তালিকায় নাম ঢোকানোর কথা বলে ৮-১০ হাজার টাকা করে আদায় করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু কাউসার। উপজেলার চামুদরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বরকল উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, দোহাজারি উচ্চ বিদ্যালয়, কাসেম মাহবুব উচ্চ বিদ্যালয়, ফাতেমা জিন্না উচ্চ বিদ্যালয়, দোহাজারি উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল থেকে তিনি টাকা আদায় করেছেন। নিজের স্কুলটি সরকারি করতে অনেক শিক্ষক চাঁদা তুলেও টাকা দিয়েছেন।

তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে চন্দনাইশ উপজেলা শিক্ষা অফিসার যুগান্তরকে বলেন, এমপি সাহেবের ইচ্ছাতেই তালিকা হয়েছে। ৫টি স্কুলের নাম তিনি জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠিয়েছেন। তালিকায় কোন কোন স্কুলের নাম আছে তা বলা যাবে না।

চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসার হোসনে আরা বেগম যুগান্তরকে জানান, কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।